তারিখ ... 14 AUG 2008
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ২

বহুমুখী সংকটে বিপর্যস্ত বরগুনার প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম

এম জসীম উদ্দীন, *বরগুনা*

শিক্ষক ও উপকরণসহ বিভিন্ন সংকটে বরগুনার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অনেক বিদ্যালয়ে জরাজীর্ণ ভবনে ঝুঁকির মধ্যে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এসব কারণে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেলেও প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়েনি শিক্ষকের সংখ্যা ও অবকাঠামো। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সীমাহীন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এসব সমস্যা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সদর উপজেলার প্রত্যন্ত গৌরিচন্না গ্রামের নওয়াব সলিমুল্লাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক হাজার ১২ জন। শিক্ষার্থী অনুপাতে অবকাঠামো গড়ে না ওঠায় ৫০ বছরের পুরোনো জরাজীর্ণ একটি ভবনে ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। একতলা ভবনটির ছাদের প্লাস্টারের বড় বড় অংশ খসে পড়েছে। নতুন দোতলা ভবনেও স্থান সংকুলান হচ্ছে না। একটি কক্ষের মাঝখানে বেড়া দিয়ে প্রতি বেঞ্চে পাঁচজনের জায়গায় ৯-১০ জন গাদাগাদি করে বসে ক্লাস করছে। একই চিত্র দেখা গেছে স্থানীয় সোনার বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তেঁতুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আমতলী উপজেলার বগা পি কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

গত বছরের ১৫ নভেম্বর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরে জেলার অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারিভাবে এসবের অনেক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেওয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। আবার অনেক বিদ্যালয় সহায়তা না পাওয়ায় নতুন ভবন নির্মাণ বা সংস্কার করতে পারেনি। সদর উপজেলার বালিয়াতলী রাখাইনপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনটি এখনো বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আর শিক্ষার্থীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, জেলায় বর্তমানে ১২৮টি বেসরকারি মাধ্যমিক, ৪৯টি নিম্ন-

প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরে জেলার অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারিভাবে এসবের অনেক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেওয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। আবার অনেক বিদ্যালয় সহায়তা না পাওয়ায় নতুন ভবন নির্মাণ বা সংস্কার করতে পারেনি

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৯৬টি বেসরকারি দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে। এর মধ্যে মাধ্যমিকগুলোতে ১২৪টি, নিম্নমাধ্যমিকে ৩০টি ও মাদ্রাসায় ২২টি শিক্ষকের পদ শূন্য। এ ছাড়া জেলা সদরে অবস্থিত বরগুনা জিলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকসহ আটজন ও সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে সাতজন শিক্ষকের পদ শূন্য।

সূত্র আরও জানায়, দুটি সরকারি কলেজসহ ২৪টি কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে বরগুনা সরকারি কলেজে উপাধ্যক্ষসহ ২৩ জন ও সরকারি মহিলা কলেজে ১৩ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বরগুনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম আবদুল কাদের বলেন, শিক্ষকসংকটে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নূরুল ইসলাম বলেন, সিডরের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারে সরকারি বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ছিল। আসবাব, শিক্ষা উপকরণ ও গৃহনির্মাণে আরও বরাদ্দ দরকার।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র জানায়, জেলায় ৩৭৯টি সরকারি, ৩২৩টি বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) ও ৫৬টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে এক হাজার ৬৪৪টি শিক্ষকের পদ থাকলেও ৬০টি প্রধান শিক্ষক ও ১৪০টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলায় ছয় থেকে ১০ বছরের এক লাখ ৩০ হাজার ১৯৬ জন শিশুর মধ্যে সরকারি হিসাবে এক লাখ ২৫ হাজার ৪৬৫ জন বর্তমানে বিদ্যালয়ে যায়। বিদ্যালয় গমনের এ হার আগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হলেও শিক্ষার্থীদের পাঠদান, বসার জায়গা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়েনি। এ ছাড়া দুর্গম যোগাযোগব্যবস্থা, শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা, আসবাবসংকট, ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরোধে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানে বিপর্যয় হচ্ছে।

সদর উপজেলার সাতঘর পল্লীমঙ্গল রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আ. আজিজ মিয়া জানান, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, যোগাযোগ ও শিক্ষক-স্বল্পতার কারণে লেখাপড়ায় দারুণ বিঘ্ন ঘটছে। একই রকম সংকটের কথা জানান খাজুরতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আলীও।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অমল কৃষ্ণ মজুমদার বলেন, প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় শূন্যপদগুলো পূরণ করা যাচ্ছে না। সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।